রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৬

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩২৯-আইন/২০২৬।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা: —

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, —

(১) **'অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোনো ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রশাসক;

(২) **'আইন'** অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(৩) **'কমিশন'** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(৪) **'জনসংযোগ'** অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়া;

(৫) **'জেলা পরিষদ'** অর্থ আইনের অধীন গঠিত জেলা পরিষদ;

(৬) **'দেওয়াল'** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোনো স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, মেট্রোরেলের পিলার, ফ্লাইওভার (Flyover) -এর পিলার, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) **'নির্বাচন'** অর্থ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৮) **'নির্বাচনি এলাকা'** অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার নির্ধারিত এলাকা;

(৯) **'নির্বাচন-পূর্ব সময়'** অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(১০) **' পোস্টার'** অর্থ কাগজ, কাপড়, চট,রেক্সিন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপচনশীল দ্রব্যের মাধমে প্রস্তুতকৃত কোনো প্রচারপত্র;

(১১) **'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'** অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১২) **'প্রার্থী'** অর্থ চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোনো ব্যক্তি;

(১৩) **'ফেস্টুন'** অর্থ কাপড় বা চটের তৈরি ফেস্টুন;

(১৪) **'ব্যানার'** অর্থ প্রচার বা এইরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা বা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;

(১৫) **'ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো'** অর্থ প্রচার বা এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যানার বা ফেস্টুন টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা ঝুলাইয়া দেওয়া;

(১৬) **'ভোটার স্লিপ'** অর্থ প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম ও প্রতীক উল্লেখপূর্বক তথ্যপত্র যাহাতে ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ ও ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে;

(১৭) **'মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) এ লেনদেন'** অর্থ বিকাশ, নগদ, উপায়, রকেট ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন;

(১৮) **'যানবাহন'** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোনো বাহন;

(১৯) **'রাজনৈতিক দল'** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xixa) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party;

(২০) **'সদস্য'** অর্থ জেলা পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যান ও নারী সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(২১) **'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ'** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ।

৩। **নির্বাচনি প্রচারণায় সম অধিকার।**—আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোনো প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

৪। **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—কোনো প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

৫। **প্রচারণার সময়।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

৬। **ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা।**—বিদ্যমান আইন, জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এবং এই বিধিমালার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে সেইক্ষেত্রে—

(ক) প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য শনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল না করিয়া প্রচার করিতে পারিবেন না;

(খ) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(গ) ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর কন্টেন্ট (content) তৈরি ও প্রচার করিতে পারিবেন না;

(ঘ) জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, লিঙ্গা সম্প্রদায় ভেদে কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক আক্রমণ বা উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা হয় এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য বা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন বা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা এডিট (edit) করিয়া কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, এবং, মানহানিকর কোনো কন্টেন্ট (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।

৭। **সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—(১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে—

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না;

(খ) পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, কোনো সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম যেমন: বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচার প্রচারণা করিতে পারিবেন না।

(২) অন্য কোনো বিধিমালা বা নীতিমালা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক বাংলো, রেস্টহাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।

৮। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—(১) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) জনসংযোগ, পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোনো জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না।

(খ) প্রতিপক্ষের পথসভা ও ঘরোয়া সভা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবে না;

(গ) পথসভা/ঘরোয়া সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে অনুমতির আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সময়ের ক্রমানুসারে অনুমতি প্রদান করা হইবে এবং লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে উক্তরূপ প্রচার কাজ করা যাইবে না;

(ঘ) পথসভা/ঘরোয়া সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে উহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে; এবং

(ঙ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে এমনভাবে পথসভা করিতে পারিবেন না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা, ইত্যাদি করিতে পারেবেন না।

(২) কোনো পথসভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পথসভার আয়োজকগণ পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৯। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল বা ফেস্টুন, ব্যানার ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায়—

(ক) কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) অপচনশীল দ্রব্য (যেমন- রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এইরূপ কোনো উপাদানে তৈরি কোনো প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ও প্রতীক) ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোনো যানবাহনে কোনো প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটানো বা আঠালো পদার্থ দিয়ে লাগাইতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, প্রতীক ও বিলবোর্ড এর উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার, প্রতীক ও বিলবোর্ড টাঙ্গানো যাইবে না এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার, প্রতীক ও বিলবোর্ড এর কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন, বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

(ঙ) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে এবং খাড়াভাবে (Vertical)/ আড়াআড়িভাবে (Horizontal) ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A4 সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি × ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে, এবং ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৬(ছয়) ফুটের অধিক হইবে না;

(ছ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোনো ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(জ) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

১০। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোনো ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার স্লিপ ৫ (পাঁচ) ইঞ্চি × ৩(তিন) ইঞ্চির অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না; এবং

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোনো ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

১১। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

১২। **মিছিল বা শোডাউন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল বা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোনো প্রকার মিছিল বা কোনোরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

১৩। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) চেয়ারম্যান পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় প্রতি থানা/উপজলায় একের অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) সদস্য বা সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য পদে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোনো টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, এল ই ডি ডিসপ্লে, প্রজেক্টর ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৪। **যানবাহন ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোনো ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোনো প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারিবে না বা কোনোরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) নির্বাচন উৎসবমুখর করার প্রয়াসে যানবাহনের চর্তুপাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি অথবা সাধারণ পচনশীল সামগ্রী ব্যবহার করে প্রতি থানা/উপজেলায় একটি ক্যারাভ্যান বা ভ্রাম্যমাণ বাহনে দুপুর ১২ (বারো) ঘটিকা হইতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রচারণা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রচারণাকালে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন বা জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করা যাইবে না।

১৫। **নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**―(১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কোনো ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোনো যানবাহন ব্যবহার করা যাইবে না।

১৬। **দেওয়াল লিখনে বাধা-নিষেধ।**―কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোনো রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোনো লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করিয়া নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১৭। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণে বাধা-নিষেধ।**―কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান―

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না বা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) বর্গফুটের অধিক স্থান লইয়া কোনো প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) কোনো সড়ক বা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

১৮। **প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদানে বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল, অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনোরূপ উপঢৌকন, বক্‌শিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৯। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার।**—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, অশালীন এবং আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর বা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, ক্যায়াং (প্যাগোডা), গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোনো সরকারি অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত না করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মাঠ ব্যবহার করা যাইবে;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি বিনষ্ট করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না; এবং

(ঙ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ভোটারের বা পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত এনআইডি নম্বর সংগ্রহ এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) এ লেনদেন এর উদ্দেশ্যে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

২০। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহনে বাধা-নিষেধ ।**—কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।

২১। **মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ১২ (বারো) ঘটিকার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর প্রচার করিতে পারিবে না।

(৩) নির্বাচনি প্রচার কার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেল এর অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।

২২। **অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—

(ক) অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সরকারি/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচারণা করিতে পারিবেন না এবং কমিশনের বিবেচনায় নির্বাচনে প্রভাব ফেলিতে পারে এমন সময়ে ও স্থানে অবস্থান করিতে পারিবেন না;

(গ) তাহাদের নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো প্রার্থী বা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোনো স্থানে নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনোরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিত পারিবেন না;

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কেনো কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) প্রার্থী ব্যতীত কোনো স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেয়র বা প্রশাসক অথবা কোনো স্থানীয় সরকার পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৩। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না বা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

২৪। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।**—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজে জড়িত হইতে পারিবেন না।

২৫। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**— (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান বা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায়—

(ক) কোনো প্রকল্পের অনুমোদন ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা ফলক উন্মোচন করিতে পারিবেন না;

(খ) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) উন্নয়নমূলক কোনো প্রকল্পে অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোনো প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। **বিলবোর্ড ব্যবহারের শর্তাদি।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে—

(ক) বিলবোর্ডের প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে;

(খ) কোনো প্রার্থী প্রতি থানা/উপজেলায় একের অধিক বিলবোর্ড স্থাপন করিতে পরিবেন না; এবং

(গ) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনোক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং পরিবেশের ক্ষতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।

২৭। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা।**— (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

(২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৮। মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।—(১) কোনো প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো রাজনৈতিক দলের, কেহ কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

২৯। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা ঘুরাঘুরি করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য, প্রতীক সংবলিত কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ, ব্যাজ বা এইরূপ কোনো কিছু পরিধান করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৩০। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি বা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩১। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।—কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩২। কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ

বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি , চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।―জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন―

(ক) কৃত কোনো কার্যক্রম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd